জনতা ব্যাংক পিএলসি.
প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।
website: www.jb.com.bd

রিটেইল কাস্টমার ডিপার্টমেন্ট-৪
E-mail: rcd-4@janatabank-bd.com

আরসিডি সার্কুলার নং- ১১৯/২৫

তারিখ : ০৪/১১/২০২৫ খ্রিঃ
১৯ কার্তিক ১৪৩২ বাংলা

সকল মহাব্যবস্থাপক/উপ-মহাব্যবস্থাপক/
একান্ত সচিব, এমডি এবং সকল উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক
সকল সহকারী মহাব্যবস্থাপক এবং ব্যবস্থাপক
জনতা ব্যাংক পিএলসি.
প্রধান কার্যালয়ের সকল ডিভিশন ও ডিপার্টমেন্ট/বিভাগীয় কার্যালয়/
লোকাল অফিস/জনতা ভবন কর্পোরেট শাখা/এরিয়া অফিস/সকল শাখা
এবং সকল সাবসিডিয়ারী কোম্পানী।

বিষয় : পার্সোনাল লোন সংক্রান্ত নীতিমালা।

চাকরিজীবীদের বিশেষ প্রয়োজনে ঋণ বিতরণের জন্য জনতা ব্যাংক পিএলসি. কর্তৃক **"পার্সোনাল লোন"** নামে একটি ঋণ কর্মসূচী চালু আছে।

২.০০। ব্যাংকের ব্যবসায়িক উন্নয়নের দিক বিবেচনাপূর্বক প্রতিযোগিতামূলক বাজারে গ্রাহক ধরে রাখার লক্ষ্যে পার্সোনাল লোনের সংশোধিত নীতিমালা গত ২১/১০/২০২৫ তারিখে অনুষ্ঠিত ব্যাংকের বোর্ড অব ডিরেক্টরস এর ৮৬২তম সভায় উপস্থাপন করা হলে পর্ষদ কর্তৃক তা অনুমোদন দেওয়া হয় ; যার সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নে প্রদত্ত হলো ঃ-

২.০১। কর্মসূচীর নাম	:	**পার্সোনাল লোন।**
২.০২। ঋণের উদ্দেশ্য	:	ক) চিকিৎসা, খ) বিবাহ, গ) প্রসূতি, ঘ) শিক্ষা, ঙ) বসতবাড়ী ক্রয়, চ) গৃহ নির্মাণ, ছ) গৃহ সংস্কার, জ) যানবাহন ক্রয় (মোটর সাইকেল ও সিএনজি চালিত অটো রিক্সা), ঝ) পুকুর খনন, ঞ) মৎস্য চাষ, ট) বৃক্ষরোপণ, ঠ) কৃষিপণ্য উৎপাদন ড) ছেলে-মেয়েদের চাকরির উদ্দেশ্যে বিদেশ প্রেরণসহ চাকরিজীবীদের জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন, আর্থিক স্বচ্ছলতা বৃদ্ধি এবং দেশের আর্থ সামাজিক উন্নয়নে অবদান রাখা।
২.০৩। ঋণ প্রাপ্তির যোগ্যতা	:	(ক) সরকারি ও বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় (বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন কর্তৃক প্রকাশিত তালিকায় বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ যারা নিবন্ধনের সকল নিয়মকানুন ও বিধিবিধান অনুসরণ করছে)। (খ) সরকারি এবং বেসরকারি (এমপিওভুক্ত) সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং (গ) সরকারি প্রতিষ্ঠান, আধা সরকারি ও স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠানে কর্মরত স্থায়ী ও নিয়মিত নির্বাহী/ কর্মকর্তা/ কর্মচারীবৃন্দ।
২.০৪। ঋণের সিলিং	:	(ক) সর্বোচ্চ ঋণসীমা ২০.০০ (বিশ) লক্ষ টাকা এবং (খ) ঋণ মঞ্জুরির ক্ষেত্রে ঋণের পরিমাণ এমনভাবে নির্ধারণ করতে হবে যাতে ঋণের মাসিক কিস্তির (আসল+সুদ) পরিমাণ ঋণগ্রহীতার মাসিক টেক হোম পে (Take Home Pay) এর ৮০% এর বেশি না হয়। একজন চাকরিজীবীর সর্বোচ্চ ঋণসীমা হবে নিম্নরুপ : সর্বোচ্চ ঋণসীমা = মাসিক টেক হোম পে x ৮০% x কিস্তির সংখ্যা। অন্য কোন ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠান থেকে চাকরিজীবী ঋণ/পার্সোনাল লোন গ্রহণ করলে তার ক্ষেত্রে এ ঋণ প্রযোজ্য হবে না।
২.০৫। সুদের হার	:	১৩.০০% (চক্রবৃদ্ধি) হারে ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে আরোপযোগ্য (সুদ হার পরিবর্তনশীল)।
২.০৬। ঋণের মেয়াদ	:	ঋণ পরিশোধের মেয়াদ সর্বোচ্চ ০৫ (পাঁচ) বৎসর বা চাকরির মেয়াদকাল (পিআরএলসহ) পর্যন্ত। চাকরির মেয়াদকাল ০৫ (পাঁচ) বৎসর এর কম থাকলে আনুপাতিক হারে ঋণসীমা নির্ধারণ করতে হবে।
২.০৭। ঋণের জামানত	:	(ক) ঋণগ্রহীতার স্বামী/স্ত্রী/পিতা/মাতা/সাবালক সন্তান/সহোদর ভাই/বোনের নিকট হতে পারিবারিক/ ব্যক্তিগত গ্যারান্টি গ্রহণ করতে হবে। (খ) ঋণগ্রহীতার প্রস্তাবিত তৃতীয় পক্ষীয় জামিনদার ঋণগ্রহীতার নিয়োগকর্তা/গেজেটেড অফিসার/সহকর্মী/ ব্যাংকের নিকট গ্রহণযোগ্য একজন সচ্ছল ব্যক্তি হবেন। (গ) ঋণের সমপরিমাণ ১টি চেকসহ তারিখ বিহীন মোট ৫টি স্বাক্ষরযুক্ত চেক গ্রহণ করতে হবে। বর্ণিত চেকের পাতাসমূহে প্রাপকের ঘরে সংশ্লিষ্ট ঋণ হিসাব লিখতে হবে এবং চেকসমূহ A/C Payee মার্ক করতে হবে। (ঘ) ঋণগ্রহীতার নিকট হতে এ মর্মে Letter of Authority নিতে হবে যে, তার ঋণের বকেয়া টাকা প্রভিডেন্ট ফান্ড/গ্র্যাচুইটি বা গ্রাহকের অন্য কোন হিসাবের আর্থিক সুবিধা হতে কর্তৃপক্ষ সমন্বয় করতে পারবে।

চলমান পাতা-০২

বিষয় : পার্সোনাল লোন সংক্রান্ত নীতিমালা।

২.০৮। চার্জ ডকুমেন্টস	:	ক) ডিপি নোট গ) লেটার অব ডিসবার্সমেন্ট ঙ) লেটার অব লিয়েন (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)।		খ) লেটার অব এ্যারেঞ্জমেন্ট ঘ) লেটার অব গ্যারান্টি
২.০৯। ঋণ মঞ্জুরি ক্ষমতা	:	ক) শাখা ব্যবস্থাপক (এসও/পিও)	:	০৫.০০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত
		খ) শাখা ব্যবস্থাপক (এসপিও)	:	০৮.০০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত
		খ) এজিএম	:	১০.০০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত
		গ) ডিজিএম	:	১৫.০০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত
		ঘ) জিএম	:	২০.০০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত
		বেতন ভাতাদি যে শাখায় জমা হয় শুধুমাত্র সে শাখা হতে ঋণ প্রদান করা যাবে।		

২.১০। মাসিক কিস্তির পরিমাণ	:	পার্সোনাল লোনের ১.০০ (এক) লক্ষ টাকা থেকে ২০.০০ (বিশ) লক্ষ টাকা পর্যন্ত বিদ্যমান ১৩.০০% হার সুদ ধার্য্যে মূল এবং সুদ হিসেবে মাসিক কিস্তির পরিমাণ হবে নিম্নরূপ:

ঋণসীমা	পরিশোধ যোগ্য মাসিক কিস্তির পরিমান (টাকায়)				
	১২ কিস্তিতে	২৪ কিস্তিতে	৩৬ কিস্তিতে	৪৮ কিস্তিতে	৬০ কিস্তিতে
১,০০,০০০.০০	৮,৯৪০.০০	৪,৭৬০.০০	৩,৩৭০.০০	২,৬৯০.০০	২,২৮০.০০
২,০০,০০০.০০	১৭,৮৭০.০০	৯,৫১০.০০	৬,৭৪০.০০	৫,৩৭০.০০	৪,৫৫০.০০
৩,০০,০০০.০০	২৬,৮০০.০০	১৪,২৭০.০০	১০,১১০.০০	৮,০৫০.০০	৬,৮৩০.০০
৪,০০,০০০.০০	৩৫,৭৩০.০০	১৯,০২০.০০	১৩,৪৮০.০০	১০,৭৪০.০০	৯,১১০.০০
৫,০০,০০০.০০	৪৪,৬৬০.০০	২৩,৭৭০.০০	১৬,৮৫০.০০	১৩,৪২০.০০	১১,৩৮০.০০
৬,০০,০০০.০০	৫৩,৫৯০.০০	২৮,৫৩০.০০	২০,২২০.০০	১৬,১০০.০০	১৩,৬৬০.০০
৭,০০,০০০.০০	৬২,৫৩০.০০	৩৩,২৮০.০০	২৩,৫৯০.০০	১৮,৭৮০.০০	১৫,৯৩০.০০
৮,০০,০০০.০০	৭১,৪৬০.০০	৩৮,০৪০.০০	২৬,৯৬০.০০	২১,৪৭০.০০	১৮,২১০.০০
৯,০০,০০০.০০	৮০,৩৯০.০০	৪২,৭৯০.০০	৩০,৩৩০.০০	২৪,১৫০.০০	২০,৪৮০.০০
১০,০০,০০০.০০	৮৯,৩২০.০০	৪৭,৫৫০.০০	৩৩,৭০০.০০	২৬,৮৩০.০০	২২,৭৬০.০০
১১,০০,০০০.০০	৯৮,২৫০.০০	৫২,৩০০.০০	৩৭,০৭০.০০	২৯,৫১০.০০	২৫,০৩০.০০
১২,০০,০০০.০০	১,০৭,১৮০.০০	৫৭,০৫০.০০	৪০,৪৪০.০০	৩২,২০০.০০	২৭,৩১০.০০
১৩,০০,০০০.০০	১,১৬,১২০.০০	৬১,৮১০.০০	৪৩,৮১০.০০	৩৪,৮৮০.০০	২৯,৫৮০.০০
১৪,০০,০০০.০০	১,২৫,০৫০.০০	৬৬,৫৬০.০০	৪৭,১৮০.০০	৩৭,৫৬০.০০	৩১,৮৬০.০০
১৫,০০,০০০.০০	১,৩৩,৯৮০.০০	৭১,৩২০.০০	৫০,৫৪০.০০	৪০,২৫০.০০	৩৪,১৩০.০০
১৬,০০,০০০.০০	১,৪২,৯১০.০০	৭৬,০৭০.০০	৫৩,৯১০.০০	৪২,৯৩০.০০	৩৬,৪১০.০০
১৭,০০,০০০.০০	১,৫১,৮৪০.০০	৮০,৮৩০.০০	৫৭,২৮০.০০	৪৫,৬১০.০০	৩৮,৬৮০.০০
১৮,০০,০০০.০০	১,৬০,৭৮০.০০	৮৫,৫৮০.০০	৬০,৬৫০.০০	৪৮,২৯০.০০	৪০,৯৬০.০০
১৯,০০,০০০.০০	১,৬৯,৭১০.০০	৯০,৩৩০.০০	৬৪,০২০.০০	৫০,৯৮০.০০	৪৩,২৩০.০০
২০,০০,০০০.০০	১,৭৮,৬৪০.০০	৯৫,০৯০.০০	৬৭,৩৯০.০০	৫৩,৬৬০.০০	৪৫,৫১০.০০

উল্লেখ্য, সুদের হার পরিবর্তনের সাথে সাথে মাসিক কিস্তির পরিমাণ পরিবর্তিত হবে। এ ক্ষেত্রে, শাখা কর্তৃক কিস্তির পরিমাণ পুনঃনির্ধারণ করতে হবে।

চলমান পাতা-০৩

বিষয় : পার্সোনাল লোন সংক্রান্ত নীতিমালা।

২.১১।আবেদন পত্রের সাথে যে সকল কাগজ পত্রাদি জমা দিতে হবে	:	ঋণের আবেদনপত্র (সংযুক্ত এ্যানেক্সার-'ক') এর সাথে নিম্নোক্ত কাগজপত্রাদি জমা দিতে হবে :-
		ক) সরকারি/আধাসরকারি/স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠান/সংস্থার ক্ষেত্রে দপ্তর প্রধান/বেতন প্রদানকারী/ নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষ ও বিশ্ববিদ্যালয়, মহাবিদ্যালয়, উচ্চ/প্রাথমিক বিদ্যালয় এর ক্ষেত্রে যথাক্রমে ভিসি/রেজিস্ট্রার /বিভাগীয় প্রধান, প্রিন্সিপাল এবং প্রধান শিক্ষক কর্তৃক প্রদত্ত এমপ্লয়ার্স সার্টিফিকেট (সংযুক্ত এ্যানেক্সার-'খ' মোতাবেক) গ্রহণ করতে হবে।
		খ) চাকরিরত প্রতিষ্ঠানের বেতন প্রদানকারী কর্তৃপক্ষের নিকট হতে সর্বশেষ বেতন বিবরণী (Salary Statement) গ্রহণ করতে হবে।
		গ) জাতীয় পরিচয়পত্রের সত্যায়িত কপি এবং সদ্য তোলা পাসপোর্ট সাইজের ২ কপি ছবি।
		ঘ) ঋণগ্রহীতা কর্তৃক তার ব্যাংক হিসাব বা বেতনের অর্থ থেকে ঋণের কিস্তি/বকেয়া টাকা আদায়ের ক্ষমতা অর্পণপত্র গ্রহণ করতে হবে (সংযুক্ত এ্যানেক্সার-'গ' মোতাবেক)।
		ঙ) ঋণ আবেদনকারীর অন্য কোন ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠানে অন্য কোন ঋণ চলমান থাকলে তা উল্লেখ পূর্বক সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের প্রত্যয়ন পত্র জমা দিতে হবে।
		চ) স্থায়ী ঠিকানার বিষয়ে চেয়ারম্যান/কমিশনারের সার্টিফিকেট নিতে হবে।

২.১২। ঋণ বিতরণ পদ্ধতি	:	মঞ্জুরিকৃত ঋণের টাকা ঋণ বিতরণকারী শাখায় পরিচালিত ঋণগ্রহীতার সঞ্চয়ী হিসাবে সরাসরি জমা করতে হবে।

২.১৩। ঋণ পরিশোধ পদ্ধতি	:	নির্ধারিত মেয়াদের মধ্যে মাসিক কিস্তি পরিশোধ করতে হবে। তবে ব্যাংক কর্তৃক সুদের হার পরিবর্তন করা হলে ঋণের কিস্তির পরিমাণ পুনঃ নির্ধারিত হবে এবং সে অনুযায়ী কিস্তি আদায়যোগ্য হবে।	
২.১৪। অন্যান্য শর্ত	:	(ক)	ঋণগ্রহীতা বর্তমান কর্মস্থল হতে অবসর/পদত্যাগ/বরখাস্ত হলে অথবা অননুমোদিতভাবে একনাগাড়ে মাসাধিককাল অনুপস্থিত থাকলে বা সংশ্লিষ্ট শাখার আওতার বাইরে বদলী হলে বিষয়টি ঋণ বিতরণকারী শাখাকে তাৎক্ষণিক অবহিত করবেন মর্মে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান/ডিপার্টমেন্ট প্রধান এর নিকট থেকে ঘোষণাপত্র গ্রহণ করতে হবে/ব্যাংকে জমা দিতে হবে। উল্লেখ্য, অফিস প্রধান ঋণের আবেদনকারী হলে, সেক্ষেত্রে নিয়ন্ত্রনকারী কর্তৃপক্ষের নিকট হতে ঘোষণাপত্র গ্রহণ করতে হবে/ব্যাংকে জমা দিতে হবে।
		(খ)	ঋণ গ্রহণকারী কর্মকর্তা/কর্মচারীকে এ মর্মে অঙ্গীকার প্রদান করতে হবে যে, বর্তমান কর্মস্থল হতে বহিঃবাংলাদেশ বদলি/পদত্যাগ/বরখাস্ত হলে তাৎক্ষণিকভাবে ব্যাংকের সমুদয় ঋণ এককালীন পরিশোধ করবেন।
		(গ)	জনতা ব্যাংক পিএলসি. থেকে চাকরিজীবী ঋণ/পার্সোনাল লোন গ্রহীতা অপর কোন শাখা বা ব্যাংক বা অপর কোন আর্থিক প্রতিষ্ঠান থেকে ঋণ গ্রহণ করতে চাইলে জনতা ব্যাংক পিএলসির পূর্বানুমোদন গ্রহণ করতে হবে।
		(ঘ)	জনতা ব্যাংকসহ রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন ব্যাংকের কর্মকর্তা/কর্মচারী এ সার্কুলারের আওতায় ঋণের জন্য যোগ্য বলে বিবেচিত হবে না।
		(ঙ)	প্রতিটি ঋণ বিতরণের পূর্বে হাল নাগাদ সন্তোষজনক সিআইবি রিপোর্ট অবশ্যই সংগ্রহ করতে হবে এবং ঋণ বিতরণের পর সিআইবিতে রিপোর্ট করতে হবে।
		(চ)	সঠিক ঋণ গ্রহীতা নির্বাচন, চার্জ ডকুমেন্ট সম্পাদনসহ সময়মত কিস্তি আদায়ের জন্য প্রাথমিক দায়ভার শাখা ব্যবস্থাপক/শাখার সংশ্লিষ্ট ঋণ কর্মকর্তার উপর ন্যস্ত থাকবে।
		(ছ)	যে সকল চাকরিজীবী 'চাকরিজীবী ঋণ কর্মসূচীর আওতায়' চাকরিজীবী ঋণ/কনজ্যুমার ক্রেডিটের অনাদায়ী ঋণ রয়েছে তারা পার্সোনাল লোন এর আওতায় ঋণ প্রাপ্তির যোগ্য বলে বিবেচিত হবে না।
		(জ)	এ খাতে বিতরণকৃত ঋণের মাসিক বিবরণী পরবর্তী মাসের ৫ তারিখের মধ্যে শাখাসমূহ এবং কর্পোরেট-২ শাখাসমূহ সংশ্লিষ্ট এরিয়া অফিসে এবং কর্পোরেট-১ শাখাসমূহ সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় কার্যালয়ে প্রেরণ করবে। এরিয়া অফিস এবং বিভাগীয় কার্যালয়সমূহ ঋণের সমন্বিত রিপোর্ট মাসের ৭ তারিখের মধ্যে প্রধান কার্যালয়ের রিটেইল কাস্টমার ডিপার্টমেন্ট-৪ এ প্রেরণ করতে হবে।
		(ঝ)	ঋণ প্রদানের ক্ষেত্রে শাখার নিবিড় তদারকি অব্যহত রাখতে হবে এবং সর্বোপরি Due Diligence Apply করতে হবে।
		(ঞ)	এতদসংক্রান্ত বিষয়ে বাংলাদেশ ব্যাংক ও অত্র ব্যাংক এর সকল প্রকার নিয়ম কানুন ও আনুষ্ঠানিকতা যথাযথভাবে পরিপালন করতে হবে।

চলমান পাতা-০৪

রিটেইল কাস্টমার ডিপার্টমেন্ট-৪
E-mail: rcd-4@janatabank-bd.com

বিষয় : পার্সোনাল লোন সংক্রান্ত নীতিমালা।

৩.০০।	T-24 সফটওয়ারের সংশ্লিষ্ট হেড ও কোড নম্বর :		
	শাখা কর্তৃক ঋণ বিতরণের ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত হেড ও কোড ব্যবহার করতে হবে :		
	লিমিট	:	হেড প্যারেন্ট লিমিট : ১৪০০, প্যারেন্ট লিমিট : ১৪৫০, চাইল্ড লিমিট : ১৪৭৭
	লোন ক্যাটাগরি	:	১৬৩৮

৪.০০। সিএল রিপোর্টিং	:	উক্ত ঋণ কর্মসূচীটির সিএল রিপোর্টিং এর ক্ষেত্রে Fixed Term Loan (CL-4) এর (VI) others than SMEF, CF, HF, LP, BHs/MBs/SDs প্রযোজ্য হবে।
৫.০০। বরাদ্দ	:	প্রতি বছর প্রধান কার্যালয়ের রিটেইল কাস্টমার ডিপার্টমেন্ট-৪ থেকে এ ঋণের বরাদ্দ প্রদান করা হবে।
৬.০০। তদারকি ও পরিবীক্ষণ	:	শাখা ব্যবস্থাপক/ঋণ কর্মকর্তা কর্তৃক নিবিড় তদারকী ও নিয়মিত ফলোআপ করতে হবে। পাশাপাশি এরিয়া অফিস/বিভাগীয় কার্যালয় হতে নিয়মিত তদারকী ও মনিটরিং করতে হবে।
৭.০০। রহিতকরণ ও হেফাজত	:	"পার্সোনাল লোন" কর্মসূচীর সংশোধিত নীতিমালা জারী হওয়ার পর থেকে পার্সোনাল লোন সংক্রান্ত ইতিপূর্বে জারীকৃত সকল নীতিমালা/সার্কুলার বাতিল বলে গণ্য হবে।

এমতাবস্থায়, উপরে বর্ণিত নীতিমালা ও শর্তাবলী যথাযথভাবে পরিপালনপূর্বক এ কর্মসূচীর আওতায় ঋণ বিতরণের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সংশ্লিষ্ট সকলকে পরামর্শ দেওয়া হলো।

- এ নির্দেশনা অবিলম্বে কার্যকর হবে।

আপনার বিশ্বস্ত,

মোঃ আলতাফ হোসেন
উপ-মহাব্যবস্থাপক

মোঃ আব্দুল মতিন
মহাব্যবস্থাপক

এ্যানেক্সার-'ক'

জনতা ব্যাংক পিএলসি.
প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।

পার্সোনাল লোনের আবেদনপত্রের নমুনা

আবেদনকারীর পাসপোর্ট সাইজের সত্যায়িত ছবি (২ কপি)

ব্যবস্থাপক
জনতা ব্যাংক পিএলসি.
..... শাখা
.....।

প্রিয় মহোদয়,

আমি নিম্ন স্বাক্ষরকারী আপনার শাখা হতে.....নিমিত্ত পার্সোনাল লোন কর্মসূচীর আওতায় ..... (কথায় ঃ .....) টাকা ঋণের জন্য আবেদন করছি। উক্ত ঋণ মঞ্জুরির জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ জানাচ্ছি। আমার ব্যক্তিগত ও ঋণের গ্যারান্টরদ্বয়ের তথ্যাদি নিম্নে প্রদত্ত হলো ঃ

ক. ব্যক্তিগত তথ্যাদি ঃ

১. নাম ঃ .....
২. পিতার নাম ও পেশা ঃ .....
৩. মাতার নাম ও পেশা ঃ .....
৪. স্বামী/স্ত্রীর নাম ও পেশা ঃ .....
৫. জন্ম তারিখ ঃ.....
৬. শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ .....
৭. বর্তমান ঠিকানা ঃ .....
৮. স্থায়ী ঠিকানা ঃ .....
৯. যোগাযোগের ঠিকানা ঃ.....
১০. ফোন/মোবাইল নম্বর ঃ .....
১১. জাতীয় পরিচয়পত্র নম্বর ঃ .....
১২. যে প্রতিষ্ঠানে চাকরিরত সে প্রতিষ্ঠানের নাম, ঠিকানা ও ফোন নম্বর ঃ .....
.....

জনতা ব্যাংক পিএলসি. প্রধান কার্যালয় ঢাকা সিনিয়র কাস্টমার ডিপার্টমেন্ট-৪

পদবী ঃ ..... চাকরিতে যোগদানের তারিখ ঃ .....
চাকরিতে স্থায়ী হওয়ার তারিখ ঃ .....চাকরি হতে অবসরের তারিখ ঃ .....
মাসিক মূল বেতন ঃ .....মাসিক মোট বেতন ঃ .....মাসিক টেক হোম পে ঃ.....
মোট দায়-দেনার পরিমাণ (যদি থাকে) ঃ .....

খ. ঋণের গ্যারান্টরদ্বয়ের তথ্যাদি ঃ

গ্যারান্টরদ্বয়ের পাসপোর্ট সাইজের সত্যায়িতছবি (২ কপি করে)

বিবরণ		১। পারিবারিক গ্যারান্টর	২। তৃতীয় পক্ষীয় গ্যারান্টর
নাম ও পেশা	ঃ		
পিতার নাম ও পেশা	ঃ		
মাতার নাম ও পেশা	ঃ		
বর্তমান ঠিকানা ও ফোন/মোবাইল নম্বর	ঃ		
স্থায়ী ঠিকানা	ঃ		
জাতীয় পরিচয়পত্র নম্বর	ঃ		

আমি ঋণ আবেদনকারী ..... এর ঋণের গ্যারান্টর হিসাবে নিশ্চয়তা প্রদান করছি। ১. পারিবারিক গ্যারান্টরের স্বাক্ষর ও তারিখঃ ২.তৃতীয় পক্ষীয় গ্যারান্টরের স্বাক্ষর ও তারিখঃ	আমি নিশ্চয়তা প্রদান করছি যে, উপরে বর্ণিত সকল তথ্য সত্য। ---------- ঋণ আবেদনকারীর পূর্ণ নামসহ স্বাক্ষর তারিখঃ

এ্যানেক্সার-'খ'

এমপ্লয়ার্স সার্টিফিকেট

এ মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, জনাব.....

পিতা/স্বামী.....গত.....ইং তারিখে .....পদে এ প্রতিষ্ঠানে যোগদান করেন এবং ..... ইং তারিখে চাকরি স্থায়ী হয়। তার বর্তমান পদবী.....। আমি তার সর্বাঙ্গীন মঙ্গল কামনা করি।

তার মাসিক মূল বেতন .....(কথায় ঃ.....) টাকা এবং সমস্ত কর্তন বাদ দেওয়ার পর বেতন (টেক হোম পে) .....(কথায় ঃ.....) টাকা।

প্রত্যয়নকারী ঃ

নাম ঃ .....

পদবী ঃ .....

ঠিকানা ঃ .....

.....

.....

.....

ফোন/মোবাইল নম্বর ঃ .....

জনতা ব্যাংক পিএলসি. প্রধান কার্যালয় ঢাকা রিজিওন কাস্টমার ডিপার্টমেন্ট-৪

আরও প্রত্যয়ন করছি যে, উপরে বর্ণিত তথ্যাদি সত্য।

স্বাক্ষর ও সিল

তারিখ ঃ

এ্যানেক্সার-'গ'

ব্যবস্থাপক
জনতা ব্যাংক পিএলসি.
.... শাখা
.....................................।

বিষয় ঃ ক্ষমতা অর্পণ পত্র।

আমি ....এর আবেদনের প্রেক্ষিতে পার্সোনাল লোন কর্মসূচীর আওতায়...................তারিখে মঞ্জুরিকৃত ঋণাংক................................. (কথায় ঃ...) টাকা ....% সুদহারে আসল............................ সুদ .... মোট.. (কথায় ঃ ....) টাকা ঋণ পরিশোধের নিমিত্ত (সিরিজ নং ....হতে ....পর্যন্ত) একাউন্ট পেয়ি.......... টি চেক জমা করলাম। গৃহীত ঋণের পরপর ২টি কিস্তি পরিশোধে ব্যর্থ হলে ব্যাংক আমার অনুকূলে মঞ্জুরিকৃত ঋণের হালনাগাদ সুদসহ সমুদয় বকেয়া ব্যাংকের প্রচলিত নিয়ম অনুযায়ী আদায়ের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারবে। এতে আমার কোন আপত্তি থাকবে না।

আপনার বিশ্বস্ত,

____

তারিখঃ ....

আবেদনকারীর পূর্ণ নামসহ স্বাক্ষর
জাতীয় পরিচয়পত্র নম্বর ঃ ....

স্বাক্ষীর স্বাক্ষর ঃ ....
পূর্ণ নাম ঃ ....
ঠিকানা ঃ ....
....
....
জাতীয় পরিচয়পত্র নম্বর ঃ ....

জনতা ব্যাংক পিএলসি. প্রধান কার্যালয় ঢাকা